দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 14 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কোন পথে?

ডক্টর মুহম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক

পূর্ব প্রকাশিতের পর ১৯৮০ সালে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এক্ট ১৯৮০/৩৮ পাস করা হয়। সংগে সংগে পুরোদমে শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস তৈরীর কাজ। লেঃ জেনারেল এরশাদের ক্ষমতা দখলের পর ১৯৮২ সালের দিকে এ আইনটিকে এক অর্ডিন্যান্স দ্বারা সংশোধিত করা হয়। ১৯৮৩ সালের ২১শে জুলাই বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদ সম্ভবতঃ জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যেই ঢাকার অদূরে গাজীপুরে কতকটা নাটকীয়ভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৮৫ সালের যে মাসে সর্বপ্রথম ছাত্র ভর্তি করা হয় এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে ১৯৮৯ সালে প্রথম ব্যাচ তাদের স্নাতক সম্মান পর্ব সমাপ্ত করে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভূতপূর্ব সফলতা এবং প্রতিষ্ঠানটির ছাত্রদের ইসলামী উদ্যম ও প্রেরণা একদল স্বার্থান্বেষী মহলের মনে ঈর্ষা ও বিরোধিতার উদ্রেক করে। প্রশাসনিক রদবদলের ও নানা জটিলতা সৃষ্টির মাধ্যমে সদ্য প্রসূত শিশু বিশ্ববিদ্যালয়টিকে অংকুরে বিনাশ করার লক্ষ্যে গোপন চক্রান্তের জাল সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৯ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। অতঃপর ১৯৯০ সালের জানুয়ারীতে প্রয়োজনীয় আইনগত প্রস্তুতি ও এ্যাক্ট সংশোধন ছাড়াই রাতারাতি গাজীপুর থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করা হয়।

কুষ্টিয়ার মূল ক্যাম্পাসটি তৈরী করার পর স্থানান্তরিতকরণ কাজটি ঘটলে অন্তত পক্ষে অনেক হয়রানি ও নাজেহালের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতো এবং অনেক ক্ষয়ক্ষতি হতেও বাঁচা যেতো। স্বভাবতই বারংবার স্থানান্তরিতকরণের মত বিদঘুটে ও হটকারীতামূলক সিদ্ধান্ত জনগণের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহের সৃষ্টি করেছিল। দূর্ভাগ্যবশত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ সকল প্রশ্নের কোনই সদুত্তর ছিল না।

এভাবে বহু ত্যাগ-তীতিক্ষা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম নেয় এবং এখন পর্যন্তও সংগ্রামের মধ্য দিয়েই এটি টিকে আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবীতে এবং স্থাপনের পর সেটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য এত দীর্ঘকালীন সংগ্রাম ও আন্দোলনের নজির সত্যই বিরল। এ সকল কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আমাদের সকলের জন্য সত্যিই একটি বিরাট গৌরব।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও আদর্শ

১৯৮৮ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ছাত্রদের জন্য প্রকাশিত প্রসপেক্টাসের প্রথম পৃষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য ও দর্শন সম্পর্কে বলা হয়ঃ

(ক) কলা ও বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার সাথে ইসলামী শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় সাধন।

(খ) নতুন আঙ্গিকে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও পুনর্বিন্যাস্তকরণ।

(গ) ঐশিক ও জাগতিক জ্ঞানের বিবিধ ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে দেশে একটি সুসংহত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন। প্রকৃতপ্রক্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, জাগতিক ও পারলৌকিক উভয় জ্ঞানেরই বিস্তার এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান।

এ প্রসপেক্টাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বলা হয়ঃ "অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্জিত হয় না এমন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় নিবেদিত"।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলোর মধ্য দিয়ে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে ব্যতিক্রম ধর্মী হবে এবং উপনিবেশ আমলের পাশ্চাত্যের অনুকরণে তৈরী গতানুগতিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এর মডেল হয়ে দাঁড়াবে না। বাংলাদেশের জনগণের সত্যিকারের যে মূল ধারা, তার আশা-আকংকা, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের যথাযথ প্রতিফলন ঘটবে এই শিক্ষাঙ্গনের পবিত্র চত্বরে।

প্রতিটি শিক্ষালয় তাদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের ধারাটি সামনে রেখে কোন ধরনের ছাত্র ভর্তি করবে তার নীতিমালা ও পলিসি তৈরী করে।

চলবে